কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

11 NOV 2016

গাইডের প্রশ্নে জেএসসি

উপযুক্ত শিক্ষকের কি এতই অভাব

গত বছরের এসএসসি পরীক্ষার পর এবার জেএসসি পরীক্ষায় বাজারের গাইড বই থেকে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ থেকে সৃজনশীলতায় আমাদের দেশের শিক্ষকদের দৈন্য নতুন করে প্রকট হয়ে উঠল। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবারের সৃজনশীল প্রশ্ন হতে হবে নতুন ও উদ্ভাবনমূলক। এবারের জেএসসি পরীক্ষায় আগের পরীক্ষার প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে বলে খবরে প্রকাশ।

আমাদের দেশে সৃজনশীল পদ্ধতির পরীক্ষা বা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে বিশ্বস্বীকৃত একটি পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা পরিচিত ও অভ্যস্ত হতে যাচ্ছে। তবে দুশ্চিন্তারও কারণ ছিল। সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন করলেই হয় না, সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকও তৈরি করতে হয়। সেই মানের দক্ষ শিক্ষক তৈরি না করেই একটি পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে তার ফল কী হতে পারে, গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেওয়ার ঘটনা থেকেই তা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। কেমন করে সৃজনশীল প্রশ্ন করতে হয়, সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর কেমন হবে, এ বিষয়ে একজন শিক্ষক যথেষ্ট দক্ষ না হলে তিনি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পড়াতে পারবেন না, সৃজনশীল প্রশ্ন করা দূরের কথা। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল অনৈতিক নোট ও গাইড বই থেকে শিক্ষার্থীদের নির্ভরতা কমাতে। কার্যত দেখা যাচ্ছে, সৃজনশীল পদ্ধতির সঙ্গে সৃজনশীল গাইড বইও বাজারে চলে এসেছে। নোট-গাইড থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করার পরিবর্তে আরো বেশি করে নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। গাইড বই থেকে জেএসসির প্রশ্ন প্রমাণ করছে, যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন, তিনিও সৃজনশীল পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। সৃজনশীল পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি বলেই কি শিক্ষকদের অনেকেই শর্টকাট পথ বেছে নিয়েছেন? বাজারে সহজলভ্য নোট-গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন পাবলিক পরীক্ষায়ও? এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ প্রশ্ন উদ্ভাবন করতে পারছে না। স্বাভাবিকভাবেই এসব শিক্ষককের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, যা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এখনই এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করলে এ দুর্বলতা থেকেই যাবে।

সুজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা বাড়ানো। মুখস্থবিদ্যা ও গাইড বইয়ের ওপর থেকে নির্ভরতা কমানো। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নও উদ্ভাবন করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন উদ্ভাবন করার মতো যোগ্য শিক্ষকের অভাব কি এতই প্রকট যে গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দিতে হয়েছে? এসবের বিহিত হওয়া প্রয়োজন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক তৈরি করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।